ভূমিকা

১৯১০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে বিচিত্র ভাঙা গড়ার মধ্য দিয়েই মানুষের জীবন অতিবাহিত হয়েছে। এই সময় কালের মধ্যে দুটি বিশ্বযুদ্ধ ঘটে গিয়েছে যা বাঙালীর জীবনকে নানাভাবে আলোড়িত করেছে। স্বাধীনতার পূর্ববর্তীকালে মানুষের যে মূল্যবোধ ছিল, স্বাধীনতা-উত্তর কালে তার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশবিভাগ, স্বাধীনতা প্রাপ্তি, উদ্বাস্তুস্রোতের ফলে বাঙালীর সমাজ জীবন নতুন গতিপথে চলতে থাকে। এই সময়ের প্রভাব বাংলা ছোটগল্পের শিল্পীদের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছে। বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালীন মন্বন্তর, গণ-আন্দোলন, দাঙ্গা, দেশবিভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, স্থায়ী মূল্যবোধের ভাঙন, অবক্ষয় ইত্যাদি বিষয়কে ভিত্তি করে রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক, ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাংলা ছোটগল্পের মোটামুটি সমকালীন তিনশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, কমলকুমার মজুমদার, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প গুলিকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি।

বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সম্বন্ধে কোন গবেষণার খবর আমাদের জানা নেই। কমলকুমার মজুমদার সম্পর্কে বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিতের 'কাব্যবীজ ও কমলকুমার মজুমদার', রফিক কায়সারের 'কমলপুরান' এবং সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত 'কমলকুমার রচনা ও স্মৃতি' প্রকাশিত হয়েছে। কমলকুমার মজুমদার ও নরেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পর্কে, পৃথক পৃথকভাবে দুটি গবেষণা সন্দর্ভ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। তবে এই তিনজন গল্পকার সম্পর্কে কোন তুলনামূলক আলোচনা এখনো হয়নি। সেই তুলনামূলক আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি। সেই তুলনাত্মক আলোচনার প্রয়োজনেই বর্তমান গবেষণা পত্র প্রস্তুত করেছি।

এই গবেষণা সন্দর্ভে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, কমলকুমার এবং নরেন্দ্রনাথের গল্পগুলিকে সময়ের ভিত্তিতে ভাগ করে নিয়ে প্রত্যেক শিল্পীর এক একটা পর্যায়ে কীভাবে রচনার পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে সে দিকে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। এই তিন শিল্পীদের পরস্পরের মধ্যে কী ধরনের রচনাগত ভিন্নতা রয়েছে সে বিষয়ে খোলামনে বিচার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। এছাড়াও এঁদের মধ্যে সাদৃশ্য-ই বা কোথায় রয়েছে সে বিষয়েও বিশ্লেষণ করেছি। আমার দিক থেকে আমি যত্ন সহকারে সাধ্যমত এ কাজটি সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করেছি।

আমার এই গবেষণা কর্মের উপদেষ্টা ছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ অশুকুমার সিকদার মহাশয়। তাঁকে আমার শ্রদ্ধা জানাই। এছাড়াও যাঁরা আমাকে একাজে তাঁদের অমূল্য সময় ব্যয় করে সাহায্য করেছেন তাঁরা হলেন - বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ডঃ সুমিতা চক্রবর্তী, কবি সুব্রত রুদ্র, লেখক সমালোচক সরোজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরীর কর্মকর্তা সন্দীপ দত্ত। এঁদের আমি আমার শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই।

যে সব বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে প্রত্যক্ষ সাহায্য পেয়েছি, সেগুলি হল ন্যাশনাল লাইব্রেরী, ব্যাঁটরা লাইব্রেরী, লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী, জলপাইগুড়ি জেলা লাইব্রেরী, আজাদ্ হিন্দ্ পাঠাগার ইত্যাদি। এইসব গ্রন্থাগারের কর্মীদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।